ইউনিট
৪

আখলাক (চরিত্র)

ভূমিকা

চরিত্র মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রতিটি মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে, তাকে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারি হতে হবে। মানবচরিত্রের দু'টি দিক রয়েছে। একটি প্রশংসনীয় অপরটি নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় চরিত্রের কিছু দিক হলো : তাকওয়া, প্রতিশ্রুতি পালন, সত্যবাদিতা, শালীনতা, আমানত রক্ষা করা, সৃষ্টির সেবা, নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি। আর অসচ্চরিত্র মানুষকে ধ্বংস করে। এগুলো হলো : প্রতারণা, গিবত, হিংসা, ফিতনা-ফাসাদ ও সুদ-ঘুষ ইত্যাদি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৯ দিন।**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ : ১ আখলাক
পাঠ : ২ আখলাকে হামিদা
পাঠ : ৩ তাকওয়া
পাঠ : ৪ ওয়াদা
পাঠ : ৫ সত্যবাদিতা
পাঠ : ৬ শালীনতা
পাঠ : ৭ আমানত
পাঠ : ৮ খিদমতে খালক
পাঠ : ৯ নারীর প্রতি সম্মানবোধ
পাঠ : ১০ স্বদেশপ্রেম
পাঠ : ১১ কর্তব্যপরায়ণতা
পাঠ : ১২ মিতব্যয়িতা
পাঠ : ১৩ আত্মশুদ্ধি
পাঠ : ১৪ আখলাকে যামিমা
পাঠ : ১৫ প্রতারণা
পাঠ : ১৬ গিবত ও ওয়াদা ভঙ্গ
পাঠ : ১৭ হিংসা
পাঠ : ১৮ ফিতনা-ফাসাদ
পাঠ : ১৯ সুদ ও ঘুষ

পাঠ-১ : আখলাক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- আখলাক বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- আখলাক-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	আখলাক, তাকওয়া, বেহেশ্‌ত, মুমিন ও আখিরাত।

আখলাক

আখলাক (أخلاق) শব্দটি খুলুকুন (خلق) শব্দের বহুবচন। আখলাক অর্থ স্বভাব-সমষ্টি বা চরিত্র, নৈতিক গুণাবলি ইত্যাদি। মানবজীবনে সকল দিক যখন মার্জিত, নিখুঁত ও সুন্দর হয়; তখন তাকে আখলাক বলে।

গুরুত্ব

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চরিত্র। চরিত্রবান লোক সবার প্রিয়। খারাপ চরিত্রের লোককে কেউ পছন্দ করে না। মহানবি (স.) ছিলেন মহত্তম চরিত্রের অধিকারি। তিনি সবার একমাত্র অনুসরণীয়। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সুরা আল-আহযাব ৩৩ : ২১)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারি।” (সুরা আল-কলম ৬৮ : ৪)

মহানবি (স.) বলেন, “সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতাদানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।” (বায়হাকি)

মানবজীবনের সফলতা উত্তম চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। চরিত্রবানকে সকলে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। কেউ অযথা তার সাথে শত্রুতা করে না। বিপদে-আপদে সকলেই তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

রাসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, কোন্ কাজের জন্য অধিক মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে? জবাবে তিনি বলেন, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের অধিকারি লোক।

সকল নেক ও ভালো কাজের মধ্যে সুন্দর চরিত্র সর্বোত্তম। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا.

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারি; কিয়ামতের দিন সে হবে আমার কাছে অধিক প্রিয় ও নিকটবর্তী।” (তিরমিযি)

একজন পরিপূর্ণ মুমিনের পরিচয় হলো, উত্তম চরিত্রের অধিকারি হওয়া। উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে মন্দচ্চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি পৃথিবীতে সাময়িকভাবে উন্নতি লাভ করলেও পরকালে চরম ক্ষতির মধ্যে পড়বে এবং জাহান্নামে অবস্থান করবে।

সারসংক্ষেপ

আখলাক শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র। মানবচরিত্রের নৈতিক গুণাবলিকে আখলাক বলে। চরিত্র হলো মানবজীবনের উন্নতির একমাত্র পথ। ধর্মীয় জীবনের প্রধান স্তম্ভ হলো আখলাক। সমাজজীবনে আখলাক হচ্ছে ব্যক্তির ভালো হয়ে গড়ে ওঠার ভিত্তি। কাজেই মানবজীবনে আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সকলের উচিত উত্তম চরিত্রের অধিকারি হতে সচেষ্ট হওয়া।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আখলাক বিষয়ে একটি রচনা লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আখলাক শব্দের অর্থ-

ক. ভয় করা　　খ. আত্মশুদ্ধি

গ. প্রশংসা　　ঘ. স্বভাব-চরিত্র

২. “আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারি”-এ বাক্যটি-

ক. রাসুলের　　খ. আল্লাহর

গ. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর　　ঘ. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর

৩. “সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে”-এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর　　খ. রাসুলের

গ. ইমাম আহমাদ (র.)-এর　　ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর

৪. “তোমাদের জন্য রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ”-এটি কোন্ সুরার আয়াত?

ক. সুরা আল-বাকারা　　খ. সুরা আল-আনআম

গ. সুরা আলে ইমরান　　ঘ. সুরা আল-আহযাব

উত্তরমালা : ১ (ঘ), ২ (খ), ৩ (খ), ৪ (ঘ)

পাঠ-২ : আখলাকে হামিদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- আখলাকে হামিদা-এর অর্থ বলতে পারবেন।
- আখলাকে হামিদা-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	আল্লাহ, রাসুল, আখলাকে হামিদা, ইমান ও নবি।

আখলাকে হামিদা-এর পরিচয়

আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। আর হামিদা শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। আখলাকে হামিদা-এর অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র। মানুষের স্বভাব যখন সামগ্রিকভাবে সুন্দর ও মার্জিত হয় তখন তাকে আখলাকে হামিদা বা সচ্চরিত্র বলে।

সহজ কথায় বলা যায়, যে স্বভাব বা চারিত্রিক গুণাবলি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর কাছে পছন্দনীয় এবং তাকে আখলাকে হামিদা বলে। আখলাকে হামিদার মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন- তাকওয়া, সততা, আমানতদারি, ওয়াদা পালন, ন্যায়বিচার, সত্য কথা বলা, মিথ্যা পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

গুরুত্ব

মানবচরিত্রের দু'টি দিক আছে। একটি মানুষকে ধ্বংস করে এবং অপরটি মুক্তি দেয়। মানবচরিত্র ধ্বংসকারি অসৎ স্বভাবসমূহ থেকে বিরত থেকে মহৎ গুণাবলি পালনে, মাধ্যমে চরিত্রকে পরিশীলিত করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.)কে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছিলেন চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্য। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

"উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতাদানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (বায়হাকি)

ধন-সম্পদ মানুষকে ধনী বানায়; তা শ্রেষ্ঠত্বের স্থানে আসীন করে না। বরং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়, তার উত্তম চরিত্রের গুণে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اِنَّ اَثْقَلَ مَا يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حُسْنٌ

"কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারি যে জিনিসটি রাখা হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র।" (কানযুল উম্মাল)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন,

خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا

"তোমাদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি উত্তম, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বিচারে সুন্দরতম।" (সহিহ বুখারি)

মহানবি (স.) মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ধারা জগতবাসীকে দেখিয়েছেন। শুধু তিনি নন, তাঁর পূর্বে যত নবি-রাসুল দুনিয়াতে মানবজাতির মুক্তির বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারা কেউ মানব স্বভাবের চাহিদা ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেননি। তাঁরা সকলেই ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারি। তাই আমাদেরকে অবশ্য সচ্চরিত্রের অধিকারি হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

স্বভাব যখন সকল দিক দিয়ে সুন্দর ও মার্জিত হয়, তখন তাকে আখলাকে হামিদা বা সচ্চরিত্র বলে। মহানবি (স.) তাঁর গোটা জীবনে যে অনুপম আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রেখে গেছেন, তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়। আমরা চরিত্রের ভালো গুণগুলো অর্জনের চেষ্টা করবো।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আখলাকে হামিদার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো একটি চার্ট তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. হামিদা শব্দের অর্থ-

ক. সুন্দর করা খ. আত্মশুদ্ধি
গ. হিংসা করা ঘ. প্রশংসনীয় চরিত্র

২. খাঁটি মুমিন হতে কী প্রয়োজন?

ক. দান-সদকা করা খ. উত্তম চরিত্র
গ. সত্যবাদি ঘ. সুনাম অর্জন

৩. 'সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতাদানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।' এ কথাটি কার?

ক. আল্লাহর খ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর
গ. ইমাম মালিক (র.)-এর ঘ. ইমাম শাফিয়ি (র.)-এর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

রাফি একজন বড় ব্যবসায়ি। কিন্তু তার চরিত্র ভালো না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে। এছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ক্রেতাদের সাথে অহরহ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে। মূলত আল্লাহ্ ভীতি ও আখলাকে হামিদা না থাকায় তার ব্যবসায় ন্যায়ভিত্তিক নয়। এমনকি সে কথাও রাখে না।

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আখলাকে হামিদা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আল্লাহভীতি কীভাবে রাফিকে সৎ ব্যবসায়ি হতে সাহায্য করতে পারে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আখলাকে হামিদার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ঘ), ২ (খ), ৩ (খ)

পাঠ-৩ : তাকওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- তাকওয়া কাকে বলে, তা বলতে পারবেন।
- মুত্তাকি কে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুত্তাকির গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- তাকওয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	তাকওয়া, মুত্তাকি, জাহান্নাম, ইবাদত।

তাকওয়া

তাকওয়া (تقوى) অর্থ ভয় করা, রক্ষা করা, বিরত থাকা, নিজকে কোনো বিপদ ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা, কোনো অনিষ্ট হতে নিজকে দূরে রাখা ইত্যাদি।

ইসলামি পরিভাষায় সকল প্রকার অন্যায়-অনাচার বর্জন করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে চলাকে তাকওয়া বলে।

গুরুত্ব

মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালাকে যারা বেশি ভয় করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।" (সুরা আত-তালাক ৬৫ : ২)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন্ জিনিস? তা হচ্ছে জিহ্বা ও লজ্জাস্থান।" (তিরমিযি)

এ হাদিসে আদর্শ মানুষের চারটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে : (১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি (২) উত্তম চরিত্র (৩) জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ এবং (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত।

কেউ এগুলো আমল করলে সে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তার দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। মুত্তাকির দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং সবাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। আল-কুরআনে মুত্তাকি ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সুরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১৩)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "মান-মর্যাদা হলো ধন-সম্পদ। আর ভদ্রতা-নম্রতা হলো তাকওয়া অবলম্বন করা।"

প্রভাব

মানবজীবনে তাকওয়ার প্রভাব অপরিসীম। কেবল ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতায় কোনো মূল্য নেই, যদি সেখানে তাকওয়া না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"আল্লাহর কাছে তাদের (কুরবানির) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না, শুধু তাকওয়া পৌঁছে।" (সুরা আল-হাজ্জ ২২ : ৩৭)
তাকওয়া অবলম্বন না করলে কোনো আমল কবুল হয় না। আল্লাহর সান্নিধ্য ও সাহায্যলাভের জন্য তাকওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ২৭)
তাকওয়ার প্রতিদান জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে; তার বাসস্থান জান্নাত।" (সুরা আন-নাযিয়াত ৭৯ : ৪০-৪১)
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক বেশি। সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি স্থাপনে তাকওয়াভিত্তিক জীবন অপরিহার্য। তাকওয়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও স্নেহ সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপ

তাকওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা। সকল প্রকার অন্যায়-অনাচার বর্জন করে চলাকে তাকওয়া বলে। তাকওয়া মানুষের একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য। মুত্তাকি ব্যক্তি ভদ্র ও সজ্জন হয়ে থাকে। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বিচার করা যায় না। তাকওয়াই হলো উঁচু-নীচু মান নির্ধারণের মাধ্যম। আমরা যখন যেখানেই থাকবো সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী তাকওয়ার দু'টি উদাহরণ লেখে টিউটরদের দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার বর্জন করে চলাকে কী বলা হয়?

ক. ইমান
খ. তাকওয়া
গ. সততা
ঘ. ইসলাম

২. সদগুণাবলির অধিকারি হতে হলে অন্তরে কী থাকা প্রয়োজন?

ক. ভালোবাসা
খ. আখলাক
গ. তাকওয়া
ঘ. আহদ

৩. কোনটি মানবচরিত্রের উন্নততর বৈশিষ্ট্য?

ক. তাকওয়া
খ. দান-সাদকা করা
গ. পরোপকার করা
ঘ. মানুষকে না ঠকানো

উত্তরমালা : ১ (খ), ২ (গ), ৩ (ক)

পাঠ-৪ : ওয়াদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ওয়াদা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ওয়াদা-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	ওয়াদা, মুনাফিক, আমানত, হাদিসে কুদসি, কিয়ামত।

ওয়াদা

ওয়াদা (وعد) অর্থ প্রতিজ্ঞা করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কাউকে কোনো কথা দেওয়া ইত্যাদি। কোনো লোকের সাথে কোনো অঙ্গিকার করলে বা কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করাকে ওয়াদা পালন বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা করা মানবচরিত্রের একটি মহৎ গুণ। তাই ওয়াদা পালনের বিষয়ে ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গিকার পূর্ণ করবে।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ১)

প্রতিশ্রুতি পালন করা অত্যাবশ্যক। কিয়ামতের দিন ওয়াদা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا.

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করো। নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সুরা বনি ইসরাইল ১৭ : ৩৪)

ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ.

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং কোনো কিছু আমানত রাখলে খিয়ানত করে।" (সহিহ মুসলিম)

ওয়াদা পালন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর আবশ্যক। কিয়ামতের দিন ওয়াদা পালনের ব্যাপারে মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ওয়াদা পালন করে না, সে কিয়ামতে শাস্তি ভোগ করবে।

মহান আল্লাহ বলেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি বাদী হবো : যে ব্যক্তি ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে; যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। যে ব্যক্তি কোনো কর্মচারি নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে, অথচ তার পারিশ্রমিক দেয় না।" (হাদিসে কুদসি : সহিহ বুখারি)

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

"যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার কোনো ধর্ম নেই।" (বায়হাকি)

ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা করা সচ্চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ওয়াদা পালনের বিষয়ে ইসলাম খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই ওয়াদা পালন করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

সারসংক্ষেপ

ওয়াদা অর্থ চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গিকার। অঙ্গিকার করলে তা পালন করাকে ওয়াদা বলে। ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা করা সচ্চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা মুনাফেকির লক্ষণ। আর মুনাফিকের পরিণাম ভয়াবহ। মুনাফিকদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের সবচেয়ে কঠিন আযাব। তাই ওয়াদা পালন করা আমাদের সকলের প্রতি একান্ত কর্তব্য। ওয়াদা পালনের মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা সবাই ওয়াদা পালনে সচেষ্ট হবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ওয়াদা পালনের ব্যাপারে কুরআনের ১টি আয়াত এবং ১টি হাদিস অর্থসহ মুখস্থ শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ওয়াদা পালন করলে কে খুশি হন?

ক. মহান আল্লাহ
খ. মহানবি (স.)
গ. যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে
ঘ পিতা-মাতা

২. অঙ্গিকার পূর্ণ করা কার নির্দেশ?

ক. আল্লাহর
খ. মহানবি (স.)-এর
গ. আবু বকর (রা.)-এর
ঘ. উমর (রা.)-এর

৩. ‘তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, কারণ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’-এটি কোন্ সুরার আয়াত?

ক. সুরা আন-নুর
খ. সুরা আল-মায়েদা
গ. সুরা আল-বাকারা
ঘ. সুরা বনি ইসরাইল

৪. কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন?

ক. নামায-রোযা
খ. প্রতিশ্রুতি রক্ষা
গ. সত্য কথা বলা
ঘ. নফল ইবাদত করা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

হাবিব তার বন্ধুদের বাসায় দাওয়াত দিলো। ওয়াদা মোতাবেক সকল বন্ধুই আসল কিন্তু নাহিদকে দেখা গেল না। কিছু দিন পর হাবিবের সাথে নাহিদের দেখা হলে সে তাকে এড়িয়ে যায়। বিষয়টি নাহিদকে পীড়া দেয়। নাহিদ কথা বলতে চাইলে হাবিব বললো, ওয়াদা ভঙ্গকারির সাথে কীসের কথা। এতে নাহিদও রেগে যায়। তখন হাবিব বললো, তোমার মনে থাকার কথা হাদিসে আছে, “মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি : যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে; প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।”

ক. ওয়াদা ভঙ্গ করা কিসের লক্ষণ? ১
খ. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. হাবিব কীভাবে তার বন্ধুকে ওয়াদা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ক), ২ (ক), ৩ (ঘ), ৪ (খ)

পাঠ-৫ : সত্যবাদিতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- সত্যবাদিতা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- সত্যবাদিতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	সিদ্‌ক, সাদিক, কিয্‌ব, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, অশ্লীলতা, বিশ্বস্ততা ও মিথ্যাচার।

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতার আরবি সিদকুন (صِدْقٌ)। এর অর্থ সত্য, সত্যতা, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎ গুণের সমন্বয় ঘটে তাকে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদি বলা হয়। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতার বিপরীত শব্দ মিথ্যাচার। মিথ্যাচারের আরবি হলো কিয্‌ব (كِذْبٌ)। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে বর্ণনা করার নাম মিথ্যাচার।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। এটা মুমিনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে সততা অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ বলবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি এবং তারাও তাঁর প্রতি খুশি; এটা মহাসফলতা।” (সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৯)

কেবল নিজে সত্য বলার অভ্যাস করলেই হবে না; বরং সত্যবাদিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হও।” (সুরা আত-তাওবা ৯ : ১১৯)

পক্ষান্তরে মিথ্যার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

“মিথ্যাবাদিদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।” (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৬১)

সত্যবাদিতা জান্নাতের পথ দেখায়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে টেনে নেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমাদের সত্য কথা বলা উচিত। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের পথে চললে এক সময় তাকে সিদ্দিক বা পরম সত্যবাদি হিসেবে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমাদের মিথ্যা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহর কাছে তাকে ‘মিথ্যুক’ লেখা হয়।” (সহিহ মুসলিম)

প্রভাব ও সুফল

মানবজীবনে সত্যবাদিতার প্রভাব সুদূর প্রসারী। এ মহৎ গুণ মানুষকে তার নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্যবাদি ব্যক্তি অন্যায় কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। ফলে সে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে।

হাদিসে এসেছে, একবার এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে বললো, আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং অন্যান্য অন্যায়-অশ্লীল কাজ করে থাকি। এতগুলো খারাপ স্বভাব একসাথে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আপনি আমাকে যে কোনো একটি বর্জন করার পরামর্শ দিন। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলা ত্যাগ করো। লোকটি বললো, এতো খুবই সহজ কাজ। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা মতো লোকটি মিথ্যা ত্যাগ করে সত্য কথা বলার অভ্যাস করলো। পরে দেখা গেল, মিথ্যা বলা ত্যাগ করার কারণে তার পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। ফলে সে সকল খারাপ কাজ ছেড়ে দিল। কারণ সে ভাবলো, কেউ তাকে অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করতে সে মিথ্যা বলতে পারবে না। বরং তাকে তার দোষ স্বীকার করতে হবে। এ কারণে সে জনসম্মুখে লজ্জিত হবে এবং তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এভাবে লোকটি মিথ্যা পরিত্যাগ করে সকল পাপ কাজ বর্জন করার পথ খুঁজে পেলো।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

“সত্যবাদিতা মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।” (কানযুল উম্মাল)

সারসংক্ষেপ

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। যার মধ্যে এ মহান গুণের সমাবেশ ঘটে তাকে সত্যবাদি বলা হয়। সত্যবাদিতার বিপরীত মিথ্যাচার। কোনো ঘটনা বা বিষয়কে বিকৃতভাবে বর্ণনা করার নাম মিথ্যাচার। সত্যবাদিতা মানুষের সকল নৈতিক গুণাবলির অন্যতম। যা মানুষকে সফলতা দেয়। কাজেই আমাদের সকলকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। আমরা সদা সত্যকথা বলার অভ্যাস করবো এবং কখনও মিথ্যা কথা বলবো না।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী সত্যবাদি হওয়ার উপকারিতা বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের সূত্রসহ রচনা লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সিদকুন’ শব্দের অর্থ কী?

ক. সত্যবাদিতা　　খ. দাসত্ব

গ. ন্যায়পরায়ণতা　　ঘ. বিশ্বাস

২. বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করাকে কী বলে?

ক. আমানতদারিতা　　**খ.** সত্যবাদিতা

গ. শঠতা　　ঘ. বাস্তবতা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

আরাফাত একজন সত্যবাদি লোক। তাঁর পরিবার তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করে। তাঁর মা সন্তানদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে ভালোবাসে। তিনি তাকে একজন আদর্শবান মানুষ মনে করেন। তাঁর তাকওয়া, আমানতদারি ও ন্যায়পরায়ণতায় এলাকার জনগণ মুগ্ধ। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

ক. ‘সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কীসের জন্য আরাফাত জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. আরাফাত সম্পর্কে তাঁর মায়ের মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ক), ২ (খ)

পাঠ-৬ : শালীনতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- শালীনতা কাকে বলে; তা বলতে পারবেন।
- শালীনতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে শালীনতার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	শালীনতা, কুপ্রবৃত্তি, শরিয়ত, জাহিলিয়া, অশালীন, অশ্লীলতা, মার্জিত, মুমিন, ইভটিজিং, পর্দা।

শালীনতা

শালীনতার অর্থ লজ্জাশিলতা, সুন্দর, মার্জিত, নম্র-ভদ্র ও শোভন হওয়া। মানুষের কথা-বার্তা, বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ, ও চলাফেরায় নম্র, ভদ্র ও মার্জিত হওয়াকে শালীনতা বলে। শালীনতার বিপরীত অশ্লীলতা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানবজীবনে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। শালীনতা একটি মহৎ গুণ। এ গুণ মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি শালীনতা। মানুষের দেহের কুপ্রবৃত্তি দমনে শালীনতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একটি সুখি, সমৃদ্ধ, সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনে শালীনতা অপরিহার্য। মার্জিত বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ ও রুচিশীল চাল-চলন মানবজীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে।

পক্ষান্তরে অশ্লীলতা মানুষের জীবনে কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। ফলে মানুষ যে কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। শালীনতার অভাবে মানবসমাজে অশ্লীলতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

পোশাক-পরিচ্ছদে শালীনতার অভাবে সমাজে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটে। ইভটিজিং, যিনা-ব্যভিচারসহ নানাবিধ পাপকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির মাঝে সৌন্দর্য, রুচি, লজ্জাশিলতা, ভদ্রতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণাবলি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে শালীনতার প্রকাশ ঘটে। আর এ কারণে ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

"তোমরা (নারীগণ) নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়া যুগের (নারীদের) ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সুরা আল-আহযাব ৩৩ : ৩৩)

মহান আল্লাহ শালীন হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ নারীদেরকে উচ্ছৃঙ্খল ও অশালীন অবস্থায় ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। তবে একান্ত প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। সে ক্ষেত্রে শালীন পোশাক পরিধান করে বের হতে হবে। এটাই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন, "হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাঁদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।" (সুরা আল-আহযাব ৩৩ : ৫৯)

ব্যবহারিক জীবনে শালীনতা অবলম্বনে ইমানে পূর্ণতা আসে। শালীনতা ইমানের অংশ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"লজ্জাশিলতা হলো ইমানের অংশ।" (সহিহ বুখারি)

শালীনতার পুরোটাই কল্যাণময়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

"লজ্জাশিলতার সবটুকুই কল্যাণময়।" (সহিহ মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন,

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ.

"লজ্জাশিলতাই কল্যাণ বয়ে আনে।" (সহিহ মুসলিম)

এককথায় বলা যায়, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া আমাদের প্রতিটি মানুষের একান্ত আবশ্যক। শালীনতার ফলে মানুষের সম্মান রক্ষা হয়। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

সারসংক্ষেপ

শালীনতার অর্থ লজ্জাশিলতা। শালীনতা একটি মহৎ গুণ। মানুষের আচার-আচরণ ও চলাফেরা মার্জিত হওয়াকে শালীনতা বলে। মানবজীবনে শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের মর্যাদা ও আভিজাত্যের মাপকাঠি। একজন মানুষের আচার-ব্যবহার দ্বারা পরিমাপ করা যায় যে, সে কতটা ভদ্র ও শালীন। কাজেই শালীনতা রক্ষা করে চলা আমাদের সকলের কর্তব্য।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী শালীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর একটি রচনা লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামি শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো–

!. শালীনতাবোধ শিক্ষা দেওয়া
!!. সৌন্দর্যচর্চা শিক্ষা দেওয়া
!!!. শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ! খ. !!
গ. !!! ঘ. ! ও !!!

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রাহেলা বেগম একজন শিক্ষিকা। তিনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এমন শাড়ি, অন্যান্য বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করে স্কুলে যান। কথা-বার্তা ও চাল-চলনে তাকে ভদ্র বলে সবাই জানে।

২. রাহেলা বেগমের মধ্যে নিচের কোন্ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়?

ক. আদল খ. আহদ
গ. শালীনতা ঘ. সত্যবাদিতা

৩. রাহেলা বেগম যদি আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করতেন তাহলে–

!. নানা ধরনের পাপকর্ম সংঘটিত হতো
!!. পারিবারিক শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতো
!!!. রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হতো

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. ! ও !! খ. ! ও !!!
গ. !! ও !!! ঘ. সবগুলো

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

শফিক তার বন্ধু আসাদের কাছে জানতে চাইলো শালীনতা কী? আসাদ বললো, শালীনতা হচ্ছে ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি। তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত, রুচিশীল, ভদ্র ও শালীন হতে শেখায়। মূলত শালীনতা একটি সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক। একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে শালীনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. শালীনতা কী? ১
খ. শালীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আদর্শ সমাজ গঠনে শালীনতার যথার্থতা নিরূপণ করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ক), ২ (গ), ৩ (ক)

পাঠ-৭ : আমানত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি

- আমানত কী তা বলতে পারবেন।
- আমানতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমানতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	আমিন, আমানত, ইসলাম, খিয়ানত, কাফ্ফারা।

আমানত

আমানত (اَمَانَةٌ) অর্থ নিরাপদে রাখা, গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি। কারও কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যে ব্যক্তি গচ্ছিত জিনিস যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। এটা তার মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয় তাকে আমানতদার বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামি জীবনবিধানে আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون

"নিশ্চয় মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে।... আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গিকার রক্ষা করে।" (সুরা আল-মুমিনুন ২৩ :১,৮)

পক্ষান্তরে আমানতের বিপরীত শব্দ খিয়ানত। খিয়ানতকারিকে মানুষ বিশ্বাস করে না। খিয়ানতের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

"তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।" (সুরা আল-বাকারা ২ : ২৮৩)

আমানতের খিয়ানত করার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটে।

আমানত রক্ষা করা মুমিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনও আমানতের খিয়ানত করে না। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন :

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

“যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমান নেই।” (মুসনাদে আহমাদ)

তাই আমানত রক্ষা করা ইমানের অংশ স্বরূপ। রাসুলুল্লাহ (স.) ছিলেন আমানতদারির বিমূর্ত প্রতীক। তাঁর শত্রুরাও তাঁর নিকট আমানত রেখে নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতো। আর এ জন্য তারা তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকতো। এমনকি তিনি যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন তখনও তাঁর কাছে রক্ষিত আমানত প্রত্যেক মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভুলে যাননি।

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের আমানত রক্ষা করা আবশ্যক। আমানতের খিয়ানত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি মুনাফিকের নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা খিয়ানতকারিকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

“নিশ্চয় আল্লাহ খিয়ানতকারিদের পসন্দ করেন না।” (সুরা আল-আনফাল ৮ : ৫৮)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : আমানতদারিত্বের কারণে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়। আর খিয়ানতের কারণে মানুষ দারিদ্র্য হয়।” (মুসনাদে শিহাব)

কারও কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও আবশ্যক। মালিক যখন তা চাইবে কাল বিলম্ব না করে তা তাৎক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইসলামে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এক একটি আমানতস্বরূপ। মাতাপিতার কাছে সন্তান-সন্ততি আমানত। সন্তানের কাছে মাতাপিতা আমানত। শিক্ষকের কাছে ছাত্র-ছাত্রী আমানত। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদ্যালয়ের প্রতিটি জিনিসপত্র আমানত। কর্মকর্তা ও কর্মচারির কাছে প্রতিষ্ঠান আমানত। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ আমানত। জনগণের কাছে রাষ্ট্র আমানতস্বরূপ ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

আমানত অর্থ কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা। সাধারণত কারও কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যার কাছে আমানত রাখা হয় তাকে ‘আমিন’ বা বিশ্বস্ত বলে। একজন মুমিনের অন্যতম গুণ হলো আমানত রক্ষা করা। এটা একজন মুমিনের বড় পরিচয়। আমানতের বিপরীত শব্দ খিয়ানত। খিয়ানতকারিকে মানুষ বিশ্বাস করে না। আমাদের কাছে কেউ কিছু আমানত রাখলে আমরা তা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আমানতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মুখস্থ করে শিক্ষককে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমানত কোন্ ভাষার শব্দ?

ক. ফারসি
খ. উর্দু
গ. আরবি
ঘ. হিন্দি

২. কারও কাছে কিছু গচ্ছিত রাখাকে কী বলে?

ক. জমা রাখা
খ. সত্যবাদিতা
খ. আমানত
ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

মাসউদ ও সাকিব একই বিদ্যালয়ের পড়ালেখা করে। তাদের উভয়ের পিতা সরকারি চাকুরিজীবি। মাসউদের পিতা তার ব্যক্তিগত কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করেন এবং প্রতিদিন মাসউদকে গাড়িতে স্কুলে নামিয়ে দেন। সাকিব তাকে প্রশ্ন করলো, তোমরা কি গাড়ি কিনেছ? তখন মাসউদ বললো, এটা আব্বুর অফিসের গাড়ি। আমরা প্রায়ই অফিসের গাড়িতে স্কুলে যাতায়াত ও শপিং করে থাকি। বাড়ি গিয়ে সাকিব তার পিতাকে বললো, আব্বু তোমারও তো অফিসের গাড়ি আছে। তোমার অফিসের গাড়ি আমাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করো না কেন? সাকিবের পিতা বললেন, এটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং জনগণের আমানত। এটা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

ক. আমানত শব্দের অর্থ কী? ১
খ. আখলাকে যামিমা বর্জনীয় কেন? ২
গ. মাসউদের পিতার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাকিবের বাবার উক্তিটি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (গ), ২ (খ)

পাঠ-৮ : খিদমতে খাল্‌ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খিদমতে খাল্‌ক-এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- খিদমতে খালকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খিদমতে খালকের প্রয়োজনীয়তা ও মানবজীবনে তার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	খিদমত, খালক, কিয়ামত, খলিফা, যিকির, আশরাফুল মাখলুকাত।

খিদমতে খালক

খিদমাহ (خِدْمَةٌ) শব্দের অর্থ সেবা করা এবং খাল্‌ক (خَلْقٌ) শব্দের অর্থ সৃষ্টি। খিদমতে খালক-এর একত্রে অর্থ হলো সৃষ্টির সেবা। আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। আর মানুষ তাঁর সৃষ্টির সেরা। তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সৃষ্টির সেবা করাকেই খিদমতে খাল্‌ক বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সৃষ্টির সেবা মানবচরিত্রের একটি অন্যতম দিক। মানুষ সামাজিক জীব। কাজেই তারা একে অপররের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতিত চলতে পারে না। ইসলামের নির্দেশ হলো সকল ভালো কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা। কেননা, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ মানুষকে বলবেন, “আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পান করাওনি। আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। তখন মানুষ বলবে, হে আল্লাহ! এটা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমার প্রতিবেশি অনেক লোক অনাহারে ছিলো, তাদেরকে খাবার দাওনি। অনেকে রোগাক্রান্ত ছিলো, তুমি তাদের সেবা করোনি। যদি তাদের সেবা করতে, তাহলে আমারই সেবা করা হতো। আর আমি তোমার প্রতি খুশি হতাম।” (ইব্‌ন আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ)

শুধু মানুষের সেবা করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গৃহপালিত পশু, চতুষ্পদ জন্তু, গাছ-গাছালি ইত্যাদির প্রতিও মানুষকে সেবার হাত প্রসারিত করতে হবে। চাহিদানুযায়ী এ সকল পশু-পাখির খাদ্য দিতে হবে। শক্তি অনুযায়ী পরিশ্রম করাতে হবে। হালাল প্রাণি যবেহ করার সময় ধারাল ছুরি দিয়ে যবেহ করতে হবে; যেন কোনো প্রকার কষ্ট তারা না পায়।

গাছ-পালা নানাভাবে আমাদের উপকার করে থাকে। বিনা কারণে গাছপালা কাটা এমনকি একটি পাতাও ছেঁড়া গুনাহের কাজ। এগুলো সর্বদা আল্লাহর যিকির করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। মহানবি (সা.) বলেন :

اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সকলের প্রতি দয়া করবে। তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"(তিরমিযি)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতকে তাঁর পরিবার বলেছেন এবং তাদের প্রতি যারা সদয় হয়। তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ.

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার।" (কানযুল উম্মাল)

সেবা মানুষের ধর্ম। নিখিল সৃষ্টি জগতের সবকিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তিনি সবকিছুরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সকল সৃষ্টির প্রতিই তার করুণাধারা সমানভাবে বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি মানবের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, উদ্ভিদরাজি, নির্জীব জড় পদার্থের প্রতিও মানবের যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। কাজেই কোন সৃষ্টিকেই তুচ্ছ মনে করে অবহেলা ও অমর্যাদা করা মানুষের উচিত নয়।

সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির সেবা করাই খিদমতে খাল্‌ক। সৃষ্টির সেবা বলতে শুধু মানুষের সেবাকেই বুঝানো হয়নি। এর মধ্যে পশু-পাখি, চতুষ্পদ জন্তু ও গাছ-গাছালি সবই শামিল। এটা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শও বটে। তিনি এ জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত রাখা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী খিদমতে খালকের ওপর একটি রচনা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. সৃষ্টিকুলের প্রতি কর্তব্য পালন করাকে কী বলা হয়?

ক. হাক্কুলাহ খ. স্রষ্টার সেবা
গ. খিদমতে খালক ঘ. খিদমতে ইনসান

২. সৃষ্টির সেবা করা কী?

ক. ইবাদত খ. ভালো কাজ
গ. অপছন্দনীয় কাজ ঘ. জনহিতকর কাজ

উত্তরমালা : ১ (গ), ২ (ক)

পাঠ-৯ : নারীর প্রতি সম্মানবোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নারীর প্রতি সম্মানবোধ কী, তা বলতে পারবেন।
- ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইসলামের নারীর অবস্থান নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	কুরআন, নেকি, মাহর, ইলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ইভটিজিং।

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। মানুষ বলতে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝায়। পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষকে একে অপরের ভূষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীকে স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মা হিসেবে ইসলামই সর্বপ্রথম সম্মান দিয়েছে। এর মধ্যে মা হিসেবে নারীকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। যেমন : পিতা-মাতার সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার, ভোটাধিকার, স্বামী নির্বাচন, ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার ইত্যাদি।

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান

নর-নারীর মাধ্যমে মানব সভ্যতার সূত্রপাত। যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট সমাদৃত। মহান আল্লাহ বলেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ

“হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।” (সুরা আন-নিসা ৪ : ১)

টেকসই পারিবারিক কাঠামো ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে। সমাজ ও সভ্যতায় নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হলেও ইসলাম সর্বক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য দিয়ে সৃষ্টি করলেও মানুষ হিসেবে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ সাম্যের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের শামিল।

কর্মের ফলাফলেও নারী পুরুষের মধ্যে সমতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে এবং মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে। তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।” (সুরা আন-নিসা ৪ : ১২৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ কেউ কারও ওপর প্রাধান্য দাবি করতে পারে না।

পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

“মায়েদের পদ তলে সন্তানের বেহেশ্‌ত।” (সুয়ুতি, আল-জামিউস সগির)

মা হিসেবে নারীকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, একবার জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারি কে? রাসুলুল্লা (স.) বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার বললেন, তারপর কে? রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার মা। ঐ সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, তোমার মা। সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন : তোমার পিতা।” (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

স্ত্রী হিসেবেও ইসলামে নারীর মর্যাদা রয়েছে। নারী-পুরুষের জন্য পরিবার হলো শান্তির আবাস। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমেই নারী তার প্রকৃত সম্মান লাভ করে। ফলে পারিবারিক জীবনে পারস্পারিক সহমর্মিতা, ভালোবাসা, মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য মহান আল্লাহ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা আর-রূম ৩০ : ২১)

স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক ভালোবাসা ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমমর্যাদার সাথে বসবাস করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সুরা আল-বাকারা ২ : ১৮৭)

কন্যাদের প্রতি জাহেলি যুগে বড় অত্যাচার করা হতো। কন্যা শিশুদেরকে জীবিত কবর দেওয়া হতো। নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হতো। এ সবকিছুর বিপক্ষে ইসলাম কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামে পুত্র-কন্যাকে পার্থক্য না করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। পুত্র-কন্যার মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা, আহার, পোশাক, সমতা বজায় রাখা পিতার জন্য ফরজ। পার্থক্য করা অপরাধ। হাদিসে কন্যাসন্তানকে উত্তম বলা হয়েছে। এ ছাড়া যাদের প্রথম সন্তান কন্যা হয় তাদের জন্য সুসংবাদও দেয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে নারীকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানবিক মর্যাদা থেকে শুরু করে অপরাধ দন্ডবিধি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দিয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ন্যায্যতা ও সাম্যের বিরোধিতা নি:সন্দেহে আল্লাহর দেয়া শরিয়তের প্রকাশ্যে বিরোধিতার শামিল। শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা এদিক থেকে সব মানুষই সমান। উচুঁ-নীচু, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে নারীর সাথে পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই গ্রামবাসী-শহরবাসী পুরুষ ও নারীর মধ্যে।

মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.)-এর উপর কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন নারীকে মা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে বিভিন্নভাবে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্যের স্থান নেই। এমনকি আল-কুরআনেও ক্ষেত্রবিশেষ পুরুষের চেয়ে নারীকে মহান করে তুলে ধরা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। মানবিক গুণাবলির পাশাপাশি নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর গুণ অর্জন করা আবশ্যক। এটা আচরণ ও কাজ-কর্মে প্রমাণ দিতে হবে। নারীদের কখনোই কটাক্ষ, ইভটিজিং ও হেয় প্রতিপন্নমূলক কোনো কথা বলা যাবে না। তাদের মেধা বিকাশের যথাযথ সুযোগ প্রদান করাও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রমাণ। কাজেই আমরা সবাই নারীর প্রতি সম্মান দেখাবো ও তাদের শ্রদ্ধা করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী নারীর প্রতি সম্মানবোধ বিষয়ে একটি রচনা লিখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামে মা হিসেবে নারীকে পুরুষের চেয়ে কয়গুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

ক. তিনগুণ খ. দ্বিগুণ
গ. একগুণ ঘ. চারগুণ

২. "তারা (নারীরা) হচ্ছে তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা হচ্ছো তাদের (নারীদের) পরিচ্ছদ"-এটি কার বাণী?

ক. মহান আল্লাহর খ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর
গ. আবু বকর (রা.)-এর ঘ. উসমান (রা.)-এর

উত্তরমালা : ১ (ক), ২ (ক)

পাঠ-১০ : স্বদেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- স্বদেশ প্রেমের পরিচয় বলতে পারবেন।
- স্বদেশ প্রেমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে দেশের সেবা করা যায়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	স্বদেশপ্রেম, উহুদ, জান্নাত, সীমান্ত, প্রহরা, নফল, সার্বভৌত্ব, মাতৃভূমি।

স্বদেশপ্রেম

নিজের দেশকে স্বদেশ বলা হয়। নিজ দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত। দেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও ভালোবাসাকেই স্বদেশপ্রেম বলে।

স্বদেশপ্রেম মানবজীবনের একটি বিশেষ গুণ। দেশপ্রেমের মূলে রয়েছে দেশের ভূ-খণ্ডকে ভালোবাসা। স্বদেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে ভালোবাসা দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষকে ভালোবাসা দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাও স্বদেশপ্রেম হিসেবে গণ্য।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

স্বদেশপ্রেম মানবচরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য। দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন ও দেশের সম্পদ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে, তাদের প্রতি ইসলামে বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বলা হয়েছে,

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।"

ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যাঁরা জীবন দেয় তাঁদের মর্যাদা অতি উচ্চে। তাঁরা দেশ ও জাতির গৌরব। ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা শহিদ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “যারা স্বদেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রাত যাপন করে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।”(সহিহ মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “একদিন ও এক রাত দেশের সীমান্ত প্রহরা ক্রমাগত এক মাসের নফল রোযা এবং সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।” (সহিহ মুসলিম)

এ ছাড়া দেশের নির্যাতিত এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ইসলাম অপরিহার্য করেছে।

স্বদেশপ্রেম রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবনীতেও আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেন,

هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ.

“এটি (উহুদ) এমন পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।” (সহিহ বুখারি)

বিশ্বনবি (স.) কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাওয়ার সময় কাবা ঘরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। আর আফসোস করে বলছিলেন, “হে আমার স্বদেশ, তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা যদি হত্যার ষড়যন্ত্র না করতো, তাহলে আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” (ইদরিস কান্দলবি, সীরাতুন নাবী স.)

স্বদেশপ্রেমের উপায়

১. নিজ দেশের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই স্বদেশপ্রেম প্রমাণিত হয়।
২. স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা দেশপ্রেম।
৩. দেশের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ।
৪. দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে কাউকে সহায়তা করা দেশদ্রোহিতার শামিল।
৫. দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা দেশপ্রেমের চূড়ান্ত প্রমাণ।

সারসংক্ষেপ

নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসাকে স্বদেশপ্রেম বলে। এটি সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য। যারা দেশকে ভালোবাসে না, তারা চরম অকৃতজ্ঞ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষকে ভালোবাসা, সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তাই আমরা আমাদের দেশকে মনে প্রাণে ভালোবাসবো। দেশের প্রয়োজনে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করবো না।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	কী কী উপায়ে আমরা দেশপ্রেমের প্রমাণ রাখতে পারি- সে বিষয়ে একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. চরম অকৃতজ্ঞ কারা?

ক. যারা অপরের হক আদায় করে না
খ. যারা দেশকে ভালোবাসে না
গ. যারা নামায পড়ে না
ঘ. যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে

২. দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের জন্য কী করতে হবে?

ক. কাজ করতে হবে
খ. ত্যাগ স্বীকার করতে হবে
গ. উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে
ঘ. সব ক'টি উত্তরই করতে হবে

৩. কীসে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে?

ক. বক্তৃতায়
খ. দেশের কল্যাণে কাজ করায়
গ. দেশাত্মবোধক গান গাওয়ায়
ঘ. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা জুবায়ের মসজিদে জুমার খুতবায় স্বদেশপ্রেম নিয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে এক পর্যয়ে বলেন, “রাসুলুল্লাহ (স.) কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাওয়ার সময় কাবা ঘরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর আফসোস করে বলছিলেন, “হে আমার স্বদেশ তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা যদি হত্যার ষড়যন্ত্র না করতো, তাহলে আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” (ইদরিস কান্দলবি, সীরাতুন নাবী স.)

ক. স্বদেশপ্রেম অর্থ কী? ১
খ. স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে একটি হাদিস লিখুন। ২
গ. দেশের একজন নাগরিকের কী কী গুণ থাকলে ধরে নিতে পারবেন যে, লোকটি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মহানবি (স.)-এর দেশের প্রতি যে ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরামালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (খ), ২ (ঘ), ৩ (খ)

পাঠ-১১ : কর্তব্যপরায়ণতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্তব্যপরায়ণতা কী তা বলতে পারবেন।
- মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে কী কী কর্তব্য রয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	হাদিস, সাহাবি, ইমান, রাবি, ইবাদত, অর্পিত দায়িত্ব, উদাসিনতা।

কতর্বপরায়ণতা

কারও ওপর অর্পিত দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করাই কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষ হিসেবে আমাদের ওপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা, সময়মতো ও সুচারুরূপে তা সম্পাদন করা এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ উদাসিনতা প্রদর্শন না করাকেই কর্তব্যপরায়ণতা বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানবজীবনে কর্তব্যপরায়ণতা প্রশংসনীয় চরিত্রের একটি অন্যতম দিক। মানুষের সফলতা ও সার্বিক উন্নতির জন্য এ বিষয়টির অতীব জরুরি। মানুষ হিসেবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের ওপর নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকের ওপর কিছু না কিছু কর্তব্য অর্পণ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা যে দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তার কর্মের জন্য এককভাবেই দায়ী করবেন। একা একাই তাকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ি। এ ক্ষেত্রে কেউ কারোর বোঝা বহন করবে না। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

“প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আর কেউ অন্য কারো দায়ভার বহন করবে না।” (সুরা আল-আনআম ৬ : ১৬৪)

মানুষের সৎগুণাবলির মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা অন্যতম। এর মাধ্যমে মানুষ সমাজে সম্মান লাভ করে। প্রতিদান প্রাপ্তি মূলত অর্পিত দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভর করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

“প্রত্যেকে যা করে, তদনুসারে তার মর্যাদা রয়েছে।” (সুরা আল-আনআম ৬ : ১৩২)

আল্লাহ তায়ালা যে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে বান্দার নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। কেননা এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন নেতা দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদেরকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।” (সহিহ বুখারি)

কর্তব্যপরায়ণতার বিভিন্ন দিক

কর্তব্যপরায়ণতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন :

১. মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর ইবাদত-বন্দেগির জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের প্রতি প্রথম দায়িত্ব হলো তাঁর ইবাদত করা। তাঁকে রাজি-খুশি করা।
২. আল্লাহর ইবাদত করার পর যে দায়িত্ব ও কর্তব্যটি সেটি হলো মাতা-পিতার সেবা করা।
৩. এমনিভাবে ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলের প্রতি আমাদের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।
৪. সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে হলে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হয়। সে হিসেবে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বন্ধব, পাড়া-প্রতিবেশির প্রতিও আমাদের নানা কর্তব্য রয়েছে।
৫. শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।
৬. এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব-কর্তব্য কখনও আসলে তাও আমাদের পালন করতে হবে।

এগুলো যথাযথভাবে পালন করা ও সচেতন থাকাই হলো কর্তব্যপরায়ণতা।

সারসংক্ষেপ

অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং কোনো প্রকার উদাসিনতা প্রদর্শন না করাই কর্তব্যপরায়ণতা। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করা। আমরা কর্তব্যপরায়ণ হতে সচেষ্ট হবো। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবো। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	মানুষ হিসেবে আমাদের কী কী কর্তব্য পালন করতে হয়, তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতিটি মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাকে কী বলা হয়?

ক. হাক্কুলাহ　　খ. স্রষ্টার সেবা

গ. কর্তব্যপরায়ণতা　　ঘ. খিদমতে ইনসান

২. "প্রতিটি মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ি"-এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহ তায়ালার　　খ. মহানবি (স.)-এর

গ. উমর (রা.)-এর　　ঘ. আলি (রা.)-এর

উত্তরামালা : ১ (গ), ২ (ক)

পাঠ-১২ : মিতব্যয়িতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মিতব্যয়িতার পরিচয় বলতে পারবেন।
- মিতব্যয়িতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	ইসলাম, মিতাচারি, নবুওয়াত, কার্পণ্য, অপচয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, মধ্যপন্থা, মানবীয় গুণ, পরিমিত বোধ, স্বভাব জাতিধর্ম, জবাবদিহিতা।

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা একটি মানবীয় সৎগুণ। প্রয়োজনে ব্যয় করা, কাজ-কর্মে পরিমিতিবোধ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মিতব্যয়িতা। সাধারণভাবে অর্জিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারকেই মিতব্যয়িতা বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

“আপনি আপনার হাত আপনার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখবেন না। আবার তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তা হলে আপনি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।” (সুরা বনি ইসরাইল ১৭ : ২৯)

রাসুলুল্লাহ বলেন, “ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।” (মুসনাদে আহমাদ)

কার্পণ্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিন্দনীয় স্বভাব। তাই বলে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পথে বসবে; পরিবার-পরিজনকে পথে বসাবে, এমন বিবেকহীন দান ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামের শিক্ষা হলো কোনো ব্যক্তিই কারও ওপর বোঝা হয়ে বসবে না। বরং নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে।

মানুষের মিতব্যয়ি হওয়া একটি ভালো স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রশংসায় বলেছেন, “যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।” (সুরা আল-ফুরকান ২৫:৬৭)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “উত্তম জীবনাচার সুন্দর পথ এবং মধ্যপন্থা নবুওয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ।” (আল-আদাবুল মুফরাদ)

মিতব্যয়িতা মানবজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। আর কার্পণ্যতা সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কার্পণ্য ও অপচয় দু'টোই সকল বিচারে নিন্দনীয়। আর এ জন্য তাকে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা,

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى . فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى . وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى .

“কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে-তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পথ। যখন সে ধ্বংস হবে তখন তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।” (সুরা আল-লাইল ৯২ : ৮-১১)

কার্পণ্যের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “কোনো মুমিন ব্যক্তির মধ্যে একই সাথে দু'টি চরিত্রের সমাবেশ হতে পারে না: কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র।” (আল আদাবুল মুফরাদ)

কৃপণতা যেমন একটি ঘৃণ্য কাজ; তেমনি অপচয়ও ঘৃণ্য কাজ। ইসলামে উভয়টিই সমান ঘৃণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

“নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।” (সুরা বনি ইসরাইল ১৭:২৭)

শয়তানের ভাই যেমন মুসলমানের জন্য অশোভন, তদ্রূপ অন্যান্য জাতির জন্যও। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শুধু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ভোগের জন্যই সম্পদ দান করেন না। প্রয়োজন পূরণের পর অসহায় আত্মীয়, অভাবি প্রতিবেশি ও নিঃস্ব মানুষের প্রতিও তার দায়িত্ব রয়েছে। যারা আয় করতে অক্ষম কিংবা যাদের পর্যাপ্ত আয় নেই, তাদের পাশে দাঁড়ানো সামর্থ্যবানদের কর্তব্য। এ কর্তব্য উপেক্ষা করে সঞ্চয় করা যেমন অন্যায়, তেমনি এতে অবহেলা করে অপচয় করাও অন্যায়।

উল্লেখ্য যে, পরিবার ও জাতির কল্যাণে মিতব্যয়ী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে প্রতি বছর **৩১** অক্টোবর সারা বিশ্বে একই সাথে পালিত হয় “বিশ্ব মিতব্যয়ীতা দিবস”।

সারসংক্ষেপ

মানুষের প্রয়োজন মতো খরচ করা ও সম্পদের সুষ্ঠূ ব্যবহার হলো মিতব্যয়িতা। মিতব্যয়িতা মানুষের একটি সৎ গুণ। মিতব্যয়িতা মানুষকে কৃপণতা, অলসতা, অপব্যয় ইত্যাদি নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে রক্ষা করে থাকে। ফলে সে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। আমরা সবাই মিতব্যয়ি হবো। সব ধরনের কৃপণতা, অপচয় ও বিলাসিতা বর্জন করে চলবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ‘অপববব্যয়কারি শয়তানের ভাই’ কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকে কী বলা হয়?

ক. অবৈধ উপার্জন **খ.** মিতব্যয়িতা গ. অপব্যয় ঘ. কৃপণতা

২. "তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না।"-এটি কার বাণী?

ক. মহান আল্লাহর খ. রাসুল (স.)-এর গ. সাহাবি-এর ঘ. তাবেয়ি-এর

উত্তরমালা : ১ (খ), ২ (ক)

পাঠ-১৩ : আত্মশুদ্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আত্মশুদ্ধির পরিচয় বলতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আত্মশুদ্ধির উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	তাযকিয়া, নাফ্স, কলুষতা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, যুহদ, ইখলাস, সবর, মানবাত্মা, হিদায়াত, আমল, আত্মিক, প্রশান্তি, সৎকর্ম, গর্হিত কাজ।

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি অর্থ নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, সংশোধন করা, কলুষমুক্ত করা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, সর্বপ্রকার পাপ কাজ থেকে নিজকে মুক্ত রাখার নাম আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির ইসলামি পরিভাষা হলো তাযকিয়ায়ে নাফ্স। একে সংক্ষেপে 'তাযকিয়া' (تَزْكِيَة) বলা হয়ে থাকে।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও কখনো অজ্ঞতাবশত আবার কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তার আত্মা কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই আত্মাকে পুতঃপবিত্র রাখতে হলে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে নিজকে পবিত্র রাখতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের সত্যিকারের সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

"যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে।" (সুরা আল-আলা ৮৭ : ১৪)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র রাখবে সে সফলকাম হবে। আর সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে যে নিজকে কলুষিত করবে।" (সুরা আশ-শামস্ ৯১ : ৯)

রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, "জেনে রেখো, নিশ্চয় শরিরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। তা ঠিক হয়ে গেলে পুরো দেহই ঠিক হয়ে যায়। আর এটা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! জেনে রেখো, ঐ টুকরোটাই হলো কলব বা অন্তঃকরণ।" (সহিহ বুখারি)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলি কারি (র.) বলেন, "মানুষের কলব হলো বাদশাহ, যার অনুসরণ করা হয়। আর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো তার অনুসারী। কাজেই কলব ঠিক হলে অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ঠিক হয়ে যায়। (মোল্লা আলি কারি, মিরকাতুল মাফাতিহ)

আত্মিক প্রশান্তির ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষের নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায় আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি মানুষকে সর্বদা সৎকর্মে উৎসাহিত করে। মানব চরিত্রে প্রশংসনীয় গুণাবলির অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে যার আত্মা কলুষিত সে নানাবিধ অশ্লীলকাজে লিপ্ত থাকে। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইত্যাদি গর্হিত কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। কাজেই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আত্মশুদ্ধির উপায়

মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পূর্বশর্ত হলো নিজে পরিশুদ্ধ হওয়া। খারাপ পথে চললে এবং অবিরামভাবে অন্যায় কাজ করতে থাকলে আত্মা কলুষিত হয়। পক্ষান্তরে সৎ পথে চললে এবং ভালো কাজ করলে মানবাত্মা কলুষমুক্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।" (সুরা আল-মুতাফফিফিন ৮৩ : ১৪)

মানুষর কাজের কারণে আত্মা কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই আত্মশুদ্ধির প্রধান ও প্রথম কাজ হলো পাপ কাজ ত্যাগ করা। খারাপ চিন্তা ও অভ্যাস বর্জন করা। সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎকর্মে চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

আত্মশুদ্ধির অপর একটি মাধ্যম হলো যিকির। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে আত্মা জীবিত থাকে। তখন সৎকাজ ভালো লাগে। খারাপ কাজ মন্দ লাগে- তখনই বুঝতে হবে আত্মা ভালো হয়েছে। আর যদি ভালো কাজ ভালো না লাগে এবং অসৎ কাজ ভালো লাগে, তখন বুঝতে হবে আত্মা কলুষিত হয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর জং পরিস্কার করার জন্য একটি বস্তু আছে। আর অন্তরের জং দূর করার বস্তু হলো মহান আল্লাহর যিকির। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর ময়লা পরিস্কার করার যন্ত্র আছে। আর অন্তরের ময়লা পরিস্কার করার যন্ত্র হলো যিকির। (বায়হাকি)

আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণের মাধ্যমে অন্তরের কালিমা দূর করা যায়। এ ছাড়া তাওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়।

সারসংক্ষেপ

সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত থাকাই হলো আত্মশুদ্ধি। আমরা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবো এবং আত্মশুদ্ধি অর্জন করে আল্লাহ তায়ালার প্রিয়পাত্র হবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	কী কী উপায়ে আত্মা পরিশুদ্ধ রাখা যায়- তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আত্মশুদ্ধি অর্থ কী?

ক. নিজেকে পরিশুদ্ধ করা খ. সংশোধন করা
গ. খাঁটি করা **ঘ.** সব ক'টি উত্তরই সঠিক

২. সৎ পথে চললে এবং ভালো কাজ করলে আত্মা কী হয়?

ক. পুতঃপবিত্র হয় **খ.** কলুষমুক্ত হয়
গ. খাঁটি হয় ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক

৩. অন্যায় কাজ করলে আত্মা কী হয়?

ক. কলুষিত হয় খ. কলুষমুক্ত হয়
গ. পবিত্র হয় ঘ. সবক'টি উত্তরই সঠিক

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল মতিন ও আবদুল করিম পরস্পর বন্ধু। আবদুল মতিন নিয়মিত সালাত আদায় করেন। তিনি আত্মার পবিত্রতা ও উন্নত জীবনের নির্দেশনা অর্জনে আগ্রহী। তবে তিনি আত্মশুদ্ধির ধরন ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন। তিনি আবদুল করিমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, আত্মশুদ্ধির মধ্যে মানুষের সত্যিকার শান্তি নিহিত রয়েছে।

ক. ইসলামের অন্যতম প্রাণশক্তি কী? ১
খ. 'একজন ইমানদার ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।'-ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. আবদুল মতিনের আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হলে কী পদ্ধতি অর্জন করতে হবে? ৩
ঘ. আত্মশুদ্ধির মধ্যে মানুষের শান্তি নিহিত রয়েছে' উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরামালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ঘ), ২ (গ), ৩ (ক)

পাঠ-১৪ : আখলাকে যামিমা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আখলাকে যামিমার পরিচয় বলতে পারবেন।
- আখলাকে যামিমার কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে আখলাকে যামিমার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	আখলাক, যামিমা, অনৈতিক, বলিষ্ঠ, হামিদাহ, বেপরোয়া, শোচনীয় পরিণাম, প্রবৃত্তি।

আখলাকে যামিমা

আখলাকে যামিমা আখলাকে হামিদার বিপরীত। যে স্বভাব বা আচরণ নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য, তাই আখলাকে যামিমা। আখলাকে যামিমার বিপরীত হলো আখলাকে হামিদা। আখলাকে যামিমার অপর নাম হলো আখলাকে সায়্যিআ। যার অর্থ অসৎ চরিত্র, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি।

কুফল

প্রবৃত্তির তাড়নায় ইসলামি রীতি-নীতি ভুলে বেপরোয়া চলাকে আখলাকে যামিমা বা অসচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। অসচ্চরিত্র মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। ফলে মানুষ বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলে। বর্তমান সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে অসৎস্বভাবের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় মানুষ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাই ইসলাম সকল অসৎ স্বভাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।" (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১০৪)

কাজেই কারও অসচ্চরিত্রের কারণে যাতে পরিবেশ কলুষিত না হয়, সে লক্ষ্যে সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখবে; তখন সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়; যদি সে এতে সামর্থ্য না রাখে, তাহলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করবে। যদি এ সামর্থ্যও না থাকে তাহলে অন্তর দিয়ে চেষ্টা করবে। আর এটা হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম স্তর।" (সহিহ মুসলিম)

মন্দ চরিত্রের মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। কেউ তাকে ভালোবাসে না। সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। সে আল্লাহর অবাধ্য। এ কারণে অসচ্চরিত্রের মানুষ পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণতি ভোগ করবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ.

"দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (আবু দাউদ)

আখলাকে যামিমার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। অসচ্চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি পশুর চেয়েও অধম। সে শুধু নামে মাত্র মানুষ কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র পশুর ন্যায়। নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য সকল আদর্শকে সে বিসর্জন দিতেও পিছপা হয় না। আখলাকে যামিমার কারণে সে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। আর এ কারণেই সমাজে অরাজকতা বিস্তার লাভ করে।

প্রতারণা, গিবত, হিংসা-বিদ্বেষ, ফিতনা-ফাসাদ, সুদ-ঘুষ, ওজনে কম দেওয়া, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, চোগলখুরি, খুন-খারাবি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি আখলাকে যামিমার অন্তর্ভুক্ত।

সারসংক্ষেপ

আখলাকে যামিমা বলতে মানুষের নিন্দনীয় স্বভাবকে বোঝায়। এটি আখলাকে হামিদার বিপরীত। অসচ্চরিত্র মানুষকে সমাজের মধ্যে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। চরিত্রহীন মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। কাজেই আমরা অসৎস্বভাব বর্জন করে সৎস্বভাবের অধিকারি হতে সচেষ্ট হবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আখলাকে যামিমার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. যে স্বভাবের জন্য মানুষ সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে তাকে কী বলে?

ক. আখলাকে সায়্যিয়া খ. আখলাকে হামিদা
গ. আখলাকে যামিমা ঘ. আখলাকে তায়্যিবা

২. আখলাকে যামিমা মানবসমাজে-

!. ঘৃণিত !!. গ্রহণযোগ্য !!!. অবহেলিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ! খ. !!
গ. !!! ঘ. !! ও !!!

উত্তরামালা : ১ (গ), ২ (ক)

পাঠ-১৫ : প্রতারণা

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- প্রতারণার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- প্রতারণার কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবজীবনে প্রতারণার ক্ষেত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

ABC মুখ্যশব্দ / Key Words	প্রতারণা, ওজন, ঠগবাজি, পাপ, ইখলাস, জালিয়াতি, মুনাফিক, দূর্ভোগ, অভিসম্পাত।

প্রতারণা

প্রতারণা শব্দের অর্থ ফাঁকি দেওয়া, ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে স্বার্থ হাসিল করাকে প্রতারণা বলে। এক কথায় বলা যায়, প্রতারণা হচ্ছে ভালোর সাথে মন্দের মিশ্রণ।

কুফল

প্রতারণার অপর নাম ধোঁকা। আল্লাহ তায়ালা প্রতারণা ও প্রতারকের ব্যাপারে ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ . الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ . وَاِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ .

"দুর্ভোগ তাদের জন্য! যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।" (সুরা মুতাফফিফিন ৮৩ : ১-৩)

যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। সুতরাং যারা সর্বতোভাবে মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তুতে ঠকায়, তাদের কী ধরনের কঠিন অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রতারণা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি অপরাধও বটে। এর দ্বারা ব্যক্তির প্রতি মানুষের আস্থা বিনষ্ট হয়। শত্রুতার সৃষ্টি হয়। প্রতারণাকারিকে কেউই পছন্দ করে না। তাকে কেউ ভালোবাসে না। সে মানব সমাজে অবহেলিত ও তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দোষযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতাকে পণ্যের দোষের কথা অবগত করে না, এম ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট ঘৃণিত। ফেরেশতাগণ তাকে সর্বদা অভিসম্পাত করতে থাকে। (ইব্‌ন মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতারকের ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। একবার রাসুলুল্লাহ (স.) খাদ্য শস্যের স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তুপে হাত প্রবেশ করালে তাঁর আঙ্গুলগুলো ভিজে যায়। তখন তিনি বললেন, এটা কী? সে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছিলো। তিনি বললেন, তুমি কি তা উপরে রাখতে পারলে না? যাতে মানুষ তা দেখতে পায়। তিনি আরও বললেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

"যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (সহিহ মুসলিম)

এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে; রাসুলুল্লাহ (স.) তাকে তাঁর উম্মত হিসেবে গণ্য করেননি। একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ সতর্কবাণী আর কী হতে পারে।

সমাজে প্রচলিত প্রতারণা

বর্তমানে কেনা-বেচায়, বাজার ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রতারণা লক্ষ করা যায়। প্রতারণা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কখনো পণ্যে, কখনো ওজনে, কখনো গুণাগুণে ইত্যাদি।

কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়, কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনো কাজে নিয়োগ দিলো। সে তার নিকট থেকে ঠিকই কাজ বুঝে নিল কিন্তু তাকে যথোপযুক্ত সম্মানি দিলো না-এটা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের প্রতারণা আমাদের সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সারসংক্ষেপ

প্রকৃত বিষয় গোপন করে এবং ধোঁকার ওপর ভিত্তি করে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করাই প্রতারণা। প্রতারণা মানুষের নিন্দনীয় স্বভাব। এটি জঘণ্য অপরাধ। প্রতারণার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি বড়ো বাধা। কাজেই আমাদেরকে সর্বপ্রকার প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. "যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" এ বাণী কার ব্যাপারে কে বলেন? তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নে উত্তর দাও:

লোকমান সাহেব নিয়মিত সালাত আদায় করেন এবং সাওম পালন করেন। একই সাথে তিনি সুদি কারবারও করেন। মালামাল বেচাকেনায় প্রতারণাও করেন।

১. লোকমান সাহেব ইসলামি শরিয়তের কিছু বিধান মানেন এবং কিছু মানেন না। এর ফলে তিনি কার আইন অমান্য করেন?

ক. আল্লাহর আইন খ. দেওয়ানি আইন গ. ফৌজদারি আইন ঘ. প্রচলিত আইন

২. শরিয়তের পূর্ণ অনুশীলনে লোকমান সাহেবের জন্য কোনটি আবশ্যক?

ক. সালাত, সাওম, জাকাত ও হজ পালন করা
খ. সুদ, ঘুষ, চুরি ডাকাতি ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা
গ. উত্তম চরিত্র গঠন করা
ঘ. জীবনের সকল কাজে শরিয়তের বিধান মেনে চলা

৩. লোকমান সাহেব যদি কেবল নিজের সুবিধাজনক বিধানসমূহ মানেন কিন্তু নিজের স্বার্থহানি হয় এমন বিধান না মানেন তাহলে তাকে কী বলা হবে?

ক. কাফির
খ. মুনাফিক
গ. পাপী
ঘ. মুশরিক

উত্তরমালা : ১ (ক), ২ (ঘ), ৩ (গ)

পাঠ-১৬ : গিবত ও ওয়াদা ভঙ্গ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- গিবতের পরিচয় বলতে পারবেন।
- গিবতের কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়াদার পরিচয় বলতে পারবেন।
- মাবনজীবনে ওয়াদা ভঙ্গের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	গিবত, সাহাবি, শরিয়ত, হারাম, কবুল, তাওবা, প্রতিশ্রুতি, কুৎসা, অঙ্গিকার, অগোচরে, চুক্তিবদ্ধ, জিবরাইল।

গিবত

গিবত (غِيْبَةٌ) অর্থ হচ্ছে কুৎসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পেছনে দোষ বলা ইত্যাদি। কারও অগোচরে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, বংশ, চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো দোষ অপরের কাছে প্রকাশ করা গিবত।

গিবতের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমরা কি জানো, গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, "গিবত হলো তোমার ভাই সম্বন্ধে এমন কিছু বলা; যা সে অপছন্দ করে।" (সহিহ মুসলিম)

কুফল

কারও প্রশংসা করতে হলে অসাক্ষাতে এবং সমালোচনা করতে হলে সাক্ষাতে করতে হবে। এটাই ইসলামের বিধান। তাই কোনো ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার সমালোচনা করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

"তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটিকে ঘৃণাই করো।" (সুরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১২)

গিবত করাকে আল্লাহ তায়ালা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেন। সুতরাং গিবত ঘৃণিত কাজ। কোনো মুসলিম এরূপ কাজ করতে পারে না।

গিবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “হে মুমিনগণ! যারা মুখে ইমানের অঙ্গিকার করেছো; কিন্তু এখনো তা অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের অগোচরে তাদের নিন্দা করো না। তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আল্লাহ তায়ালা যার দোষ অন্বেষণ করেন, তাকে নিজের ঘরে লাঞ্ছিত করেন।” (আবু দাউদ)

কাজেই আমরা কারও গিবত করবো না। যেখানে গিবত চর্চা হয়, সেখানে অংশগ্রহণ করবো না।

ওয়াদাভঙ্গ

ওয়াদা (وعد) অর্থ অঙ্গিকার, প্রতিশ্রুতি, কাউকে কোনো কথা দেওয়া ও চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। কারও সাথে কোনো প্রকার প্রতিশ্রুতি দিলে বা চুক্তি করলে তা যথাযথভাবে রক্ষা না করাকে ওয়াদাভঙ্গ বলে।

কুফল

ওয়াদা দিয়ে রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গিকার পূর্ণ করবে।” (সুরা আল মায়িদা ৫ : ১)

পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের লক্ষণ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

عَلاَمَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُئْتُمِنَ خَانَ.

“মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি : যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খিয়ানত করে।” (সহিহ মুসলিম)

মহান আল্লাহ বলেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি বাদী হবো : যে ব্যক্তি ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে। তার মূল্য ভোগ করে এবং যে ব্যক্তি কোনো কর্মচারি নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে। অথচ তার পারিশ্রমিক দেয় না।” (হাদিসে কুদসি : সহিহ বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন,

لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

“যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার কোনো ধর্ম নেই।” (বায়হাকি)

সারসংক্ষেপ

গিবত একটি ঘৃণিত কাজ। এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার নষ্ট করা হয়। গিবতের গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা কখনো কখনো এমন ব্যক্তিরও গিবত করি যার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগও থাকে না। সুতরাং আমরা গিবত করবো না এবং অন্যকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো।

কারও সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করাকে ওয়াদাভঙ্গ বলে। ওয়াদাভঙ্গ করা মুনাফিকির লক্ষণ। কাজেই আমরা সকলে ওয়াদা রক্ষা করতে চেষ্টা করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	‘ওয়াদাভঙ্গ মুনাফিকি’ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলাকে কী বলে?

ক. নিন্দা খ. মিথ্যাচার গ. গিবত ঘ. ফিতনা

২.‘ওয়ালা তাযাছছাসু’ অর্থ কী?

ক. তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না খ. কারও সুনাম করবে না

গ. গালি দেবে না ঘ. বন্ধুত্ব করবে না

৩. ওয়াদা পালন করলে কে খুশি হন?

ক. আল্লাহ তায়ালা খ. মহানবি (স.)

গ. যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে ঘ. সব ক’টি উত্তরই সঠিক

৪. অঙ্গিকার পূর্ণ করা কার নির্দেশ?

ক. মহান আল্লাহর খ. মহানবি (স.)-এর গ. আবু বকর (রা.)-এর ঘ. উমর (রা.)-এর

উত্তরমালা : ১ (গ), ২ (ক), ৩ (ঘ), ৪ (ক)

পাঠ-১৭ : হিংসা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- হিংসা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- হিংসার কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিংসা থেকে বেঁচে থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	হাসাদ, কবিরা, গুনাহ, নিয়ামত, দম্ভ, পরশ্রিকাতরতা।

হিংসা

হিংসার আরবি প্রতিশব্দ হাসাদ (حَسَدٌ)। এর অর্থ ঈর্ষা, পরশ্রিকাতরতা ইত্যাদি। কারও উন্নতি দেখে তা ভালো না লাগা এবং তার ধ্বংস কামনা করা হাসাদ বা হিংসা।

কুফল ও পরিণতি

মানব চরিত্রের নিন্দনীয় একটি অভ্যাস হলো হিংসা। এটি মানব চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসুক ব্যক্তি সর্বদাই অহংকারি, পরশ্রিকাতরাত, অন্যের অনিষ্ট কামনা করে থাকে।

সামাজিক শান্তিই মানুষের প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক শান্তির জন্য প্রয়োজন সাম্য-মৈত্রি, ভালোবাস, হৃদ্যতা, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সহযোগিতা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : পরস্পর পরস্পরের জন্য কল্যাণ কামনা করাই হলো ধর্ম। হিংসা এ সব নৈতিক গুণাবলি ধ্বংস করে দেয়।

হিংসা করা কবিরা গুনাহ। হিংসা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির পথে একটি বড়ো বাধা। তাই হিংসুকের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

“হিংসুক যখন হিংসা করে, তখন তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।” (সুরা আল-ফালাক **১১৩** : ৬।)
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

“তোমরা হিংসা করা হতে বিরত থাকো। কেননা হিংসা মানুষের সৎকর্মগুলোকে ধ্বংস করে দেয় যেমনিভাবে আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়।” (আবু দাউদ)

নবি করিম (স.) বলেন : তিনটি দূষণীয় কাজ থেকে কেউ মুক্তি পায় না : খারাপ ধারণা, হিংসা এবং অশুভ ফলাফলের বিশ্বাস। একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসুল! এগুলো থেকে বিরত থাকার উপায় কী? তিনি বললেন : মনে মনে কাউকে হিংসা করলে কাজে কর্মে তা প্রকাশ না করা, কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা করলে তা সত্য বলে বিশ্বাস না করা। আর অশুভ ফলাফলের ধারণার কারণে কাজ থেকে ফিরে না আসা। (আল-হাইছামি, মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, “তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করবে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন ও বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা; তোমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো হয়ে থাকবে।” (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

এছাড়া যারা হিংসা করে তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

কারও উন্নতি দেখে মনে মনে তার ধ্বংস কামনা করাই হিংসা। হিংসা করা কবিরা গুনাহ। হিংসা-বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রের একটি অন্যতম দিক। এটি সামাজিক অপরাধ। হিংসা-বিদ্বেষকারি সমাজে নিন্দনীয়। অতীতের জাতিগুলোর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকায় তারা ধ্বংস হয়েছে। এটি মানুষের সকল নেক আমল বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদিসের আলোকে হিংসার ভয়াবহ পরিণতি মুখস্থ করে শিক্ষককে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন্ কাজ ইসলামে অত্যন্ত অপছন্দনীয়?

ক. মানুষের ক্ষতি করা	খ. অধৈর্য হওয়া
গ. হিংসা-বিদ্বেষ	ঘ. উপকার না করা

২. “তিনটি দূষণীয় কাজ থেকে কেউ মুক্তি পায় না” তন্মধ্যে একটি–

ক. হিংসা	খ. ওজনে কম দেওয়া
গ. মিথ্যা বলা	ঘ. খারাপ ব্যবহার করা

উত্তরমালা : ১ (গ), ২ (ক)

পাঠ-১৮ : ফিতনা-ফাসাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ফিতনা-ফাসাদ কী? তা বলতে পারবেন।
- ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাসের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ / Key Words	ফিতনা, ফাসাদ, নৈরাজ্য, অরাজকতা, সহমর্মিতা, হারাম, অবিচার, কলম, দুর্বিসহ, তসরুক, আগ্রাসন।

ফিতনা-ফাসাদ

ফিতনা (فتنة)-ফাসাদ (فساد) অর্থ ভয়-ভীতির মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, অরাজকতা, বিশৃংখলা, কলহ ইত্যাদি।

নিরাপরাধ-নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট করাকে ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্র কোনো মানুষের ধর্ম, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বৈরিতা করাকে ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস বলে।

কুফল

ফিতনা-ফাসাদ লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাছাড়া বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য। যারা অরাজকতা সৃষ্টি করবে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন,

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

"ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।" (সুরা আল-বাকারা ২ : ২১৭)

হত্যাকাণ্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ তসরুফ ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা ফিরআউনকে ফাসাদ সৃষ্টিকারি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সে দুর্বলদের প্রতি অবিচার করতো এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ ؕ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

"ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে হীনবল করেছিলো; তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিতো। সে তো ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারি।" (সুরা আল-ক্বাসাস ২৮ :৪)

যারা অন্যায় অবিচার ও যুলমের মাঝে জীবন পরিচালনা করে তাদেরকে ফিতনা-ফাসাদকারি হিসেবে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ.

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিলো এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো।" (সুরা আল-ফাজর ৮৯ : ১১-১২)

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সুরা আল-বাকারা ২:২৭)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"কারণ ব্যতিত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেনো দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো; আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেনো সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ৩২)

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। সুশৃঙ্খল ও সুন্দর জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। এতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কোনো স্থান নেই।

সারসংক্ষেপ

ফিতনা-ফাসাদ হলো অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেই ফিতনা-ফাসাদ বলা হয়। ফিতনা-ফাসাদ লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কাজেই আমরা সর্বপ্রকার সন্ত্রাস, অরাজকতা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবো। এ সবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে তুলবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	কুরআন-হাদিসের নিরিখে ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস কেমন অপরাধ প্রমাণ করুন। এ প্রসঙ্গে দু'টি উদাহরণ উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. "ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর"-এটি কোন সুরার আয়াত?

ক. সুরা নাহ্ল
খ. সুরা আ'রাফ
গ. সুরা বাকারা
ঘ. সুরা মরিয়ম

২. আল-কুরআনে কোন্ কাজকে হত্যার চেয়ে জঘন্য বলা হয়েছে?

ক. মিথ্যা বলা
খ. খেয়ানত করা
গ. গিবত করা
ঘ. ফিতনা সৃষ্টি করা

উত্তরমালা : ১ (খ), ২ (ঘ)

পাঠ-১৯ : সুদ ও ঘুষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি বলতে পারবেন-

- সুদ কাকে বলে ?
- সুদের কুফল ও অপকারিতা কি ?
- সুদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের পার্থক্য।
- ঘুষ কাকে বলে ?
- ঘুষের কুফল কি ?
- ঘুষের বিভিন্ন ধরণ ও প্রকৃতি।

মুখ্যশব্দ / Key Words	সুদ, সুদখোর, ঘুষ, ঘুষখোর, রিবা, উৎকোচ, শোষণ, বৈষম্য, আইয়ামে জাহেলিয়া, চক্রবৃদ্ধি, অভিসম্পাত।

ঋণের বিপরীতে শর্তযুক্ত করে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে। সুদ ইসলামে হারাম। অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে প্রাপ্যের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা, সম্পদ কিংবা কোনো সুবিধা গ্রহণ করাকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে তাও হারাম। সুদ ও ঘুষ মানব সমাজে বিভিন্ন অনাচার সৃষ্টি করে। এ জন্য কুরআন ও হাদিসে সুদের লেনদেনও ঘুষ আদান-প্রদান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

সুদ

আরবি ‘রিবা’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে সুদ শব্দ ব্যবহার করা হয়। ‘রিবা’ অর্থ বৃদ্ধি, বাড়তি, অতিরিক্ত। ইসলামের পরিভাষায় মূল ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত হিসেবে যে টাকা বা সম্পদ দেয়া হয় তাকে সুদ বলে। পবিত্র কুরআনে সুদকে ‘রিবা’ বলা হয়েছে। প্রচলিত বাংলায় একে ‘সুদ’ এবং ইংরেজিতে Interest বা Usury বলে।

সুদের সুদের ধরন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, “সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, একই প্রকার জিনিসের বিনিময়ে একই প্রকার হতে হবে। অতিরিক্ত হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।” (সহিহ মুসলিম)

যেমন কাউকে ১০০ টাকা ঋণ দেয়ার পর তার নিকট হতে ১১০ টাকা আদায় করা হলো। এই অতিরিক্ত ১০টি টাকা সুদ। এক কেজি চালের বিনিময়ে অতিরিক্ত আরও কিছু চাল গ্রহণ করা হলে তাও সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

ঘুষ

ঘুষ শব্দের বাংলা অর্থ উৎকোচ। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিককে ঘুষ বলে। প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা বা কর্মচারী স্বাভাবিক বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হন। এ প্রাপ্যের পরও কেউ যদি গোপনে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল (স.) বলেন-“আমরা যাকে যে পদে নিয়োগ করি তাকে সে জন্য বেতন ভাতা প্রদান করি। এ বেতন ব্যতিত সে যা গ্রহণ করবে, তা বিশ্বাসঘাতকতা।” (আবু দাউদ)।

ইসলামের বিধান মতে ঘুষ হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন “কোন ব্যক্তি কারও জন্য সুপারিশ করলো। এর বিনিময়ে তাকে কিছু উপহার দেয়া হলো। সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে সে ঘুষের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটি বড় দরজায় উপস্থিত হলো।” (কিতাবুল কাবায়ির)

সমাজে ঘুষ আদান-প্রদানে বৈচিত্র্যরূপ দেখা যায়। টাকা পয়সা ছাড়াও উপহার হিসেবে কোন কিছু প্রদান ও গ্রহণ করাও ঘুষ হিসেবে গণ্য। অফিসের ফাইল আটকিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করলে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বার্থ হাসিলের জন্য উপহারের নামে টিভি, ফ্রিজ, গহনা, গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদি যা-ই প্রদান করা হোক তা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে।

সুদের কুফল

আল্লাহ্ তায়ালা ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)

আরবরা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে সুদের মতই মনে করতো। যেমন কুরআনে এসেছে-

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

“ব্যবসায়-বাণিজ্য তো সুদেরই মত।” (সূরা বাকারা ২ : ২৭৫)

আসলে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে দেখতে সুদের মত একই রকম মনে হলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি থাকে, সুদে লোকসানের কোনো ঝুঁকি থাকে না। সুদের হার পূর্ব নির্ধারিত। সুদখোর বিনা পরিশ্রমে টাকা কামাই করে থাকে। কিন্তু ব্যবসায় লাভের হার পূর্ব নির্ধারিত নয়। তাই ইসলামে ব্যবসায়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করা হয়েছে।

সুদের কারবারের ফলে ধনী আরও ধনী হয়, পক্ষান্তরে গরিব আস্তে আস্তে আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুদ হল শোষণের হাতিয়ার। ইসলাম শোষণের বিরোধী। ইসলামের বিধান হল কাউকে টাকা-পয়সা ঋণ দিতে হলে সাওয়াবের নিয়তে দিতে হবে।

সুদ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। সুদ মানব সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদ শোষণের হাতিয়ার। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার করা হতো। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার করতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন- “হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।” (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৩০)

সুদের লেন-দেনকারীদের অভিশাপ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন-

لَعَنَ اللهُ اٰكِلِ الرِّبَوا وَمُوْكِلِهِ وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبَتِهِ

“যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার লেখক, তার সাক্ষী তাদের সকলের উপর আল্লাহ্ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন।” (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

কাজেই যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে সুদী কারবার থেকে দূরে থাকতে হবে।

ঘুষের কুফল

ঘুষ একটি জঘন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। এটি জুলুম ও শোষণের হাতিয়ার। তাই ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হারাম। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকের নিকট পেশ করো না।” (সূরা আল বাকারা ২:১৮৮)

ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতার কুফল বর্ণনা করে রাসূল (স.) বলেন-

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ

"ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়ে জাহান্নামী।" (তাবারানী)

ঘুষখোরের ঠিকানা জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন-

"যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয় জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান।" (বায়হাকী)

কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে ঘুষের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

ইসলামে সুদ হারাম। হাদিসে সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক, সুদের সাক্ষী সবাইকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। ঘুষ বা উৎকোচও ইসলামে হারাম। ঘুষ সমাজে অর্থনৈতিক অনাচার সৃষ্টি করে। তাই হাদিসে ঘুষখোর এবং ঘুষদাতাকেও অভিসম্পাত করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আরবি রিবা (সুদ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) টাকা (খ) ভিক্ষা করা (গ) অতিরিক্ত (ঘ) চেয়ে নেয়া

২। সুদের লেনদেন করা কী ধরনের কাজ ?

(ক) গুনাহের (খ) নিষিদ্ধ (গ) মাকরূহ (ঘ) কিছুই না

৩। ব্যবসায়কে হালাল করা হয়েছে এবং সুদকে হারাম- এটি কার বাণী?

(ক) আল্লাহ্র (খ) রাসূল (স.) এর
(গ) হযরত আবু বকর (রা.) এর (ঘ) হযরত আলী (রা.) এর

৪। কাফেররা ব্যবসায়কে কিসের সাথে তুলনা করতো?

(ক) ঘুষের সাথে (খ) সুদের সাথে (গ) চুরির সাথে (ঘ) ডাকাতির সাথে

৫। ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়েই জাহান্নামী- এটি কার বাণী?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স.)
(গ) হযরত আলী (র.) (ঘ) ইমাম গজ্জালী (র.)

সৃজনশীল (রচনা মূলক প্রশ্ন)

১। আনিস সাহেব একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি একজন সরকারি চাকুরে। তাঁর স্বাক্ষরেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল অনুমোদন লাভ করে। তাই প্রতিদিন অনেক মানুষ তার দফতরে হাজির হয়। কিন্তু বিনা টাকায় তিনি ফাইলে স্বাক্ষর করেন না।

ক) ঘুষ কাকে বলে ?

খ) ঘুষ খাওয়া অবৈধ-কথাটি বুঝিয়ে বলুন।

গ) আনিস সাহেবের কাজের মধ্য দিয়ে কি প্রকাশ পেল ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ঘুষের কুফল বর্ণনা করুন।

২। সুমন সাহেব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সাধারণ মানুষের ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সুমন সাহেবের স্বাক্ষর ছাড়া অনুমোন হয় না। সুমন সাহেব সরাসরি ঘুষ নেন না। কিন্তু তাকে বিভিন্নভাবে খুশি করতে পারলে ঋণ পেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

ক) উদ্দীপকে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?
খ) ঘুষ বলতে কী বুঝায় ?
গ) উপহার সামগ্রী প্রদান করা ঘুষের আওতার মধ্যে পড়ে কিনা ? বুঝিয়ে বলুন।
ঘ) ঘুষের অপকারিতা বর্ণনা করুন।

৩। নজরুল ইসলাম সাহেব পাড়ার একজন ধনী ব্যক্তি। দান-খয়রাতে তিনি অভ্যস্ত নন। তবে বিপদে-আপদে অনেকেই তাঁর নিকট হতে ঋণ নিতে আসে। কিন্তু নজরুল ইসলাম বিনা লাভে কাউকে ঋণ দিতে রাজি নন। তিনি এই শর্তে ঋণ দিতে রাজি যে, তাকে প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১০ টাকা অতিরিক্ত লাভ দিতে হবে।

উদ্দীপকে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

ক) সুদ খাওয়া কী ?
খ) সুদের পরিচয় দিন।
গ) সুদ ও ব্যাবসায়-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
ঘ) সুদের কুফল ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. আখলাক শব্দের অর্থ-

ক. ভয় করা
খ. আত্মশুদ্ধি
গ. প্রশংসা
ঘ. স্বভাব-চরিত্র

২. "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারি"-এ বাক্যটি-

ক. রাসুলের
খ. আল্লাহর
গ. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর
ঘ. ইমাম শাফেয়ি (র.)-এর

৩. "সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে"-এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর
খ. রাসুলের
গ. ইমাম আহমাদ (র.)-এর
ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর

৪. "তোমাদের জন্য রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"-এটি কোন্ সুরার আয়াত?

ক. সুরা আল-বাকারা
খ. সুরা আল-আনআম
গ. সুরা আলে ইমরান
ঘ. সুরা আল-আহযাব

৫. ইসলামি শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো–

!. শালীনতাবোধ শিক্ষা দেওয়া
!!. সৌন্দর্যচর্চা শিক্ষা দেওয়া
!!!. শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. !
খ. !!
গ. !!!
ঘ. ! ও !!!

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রাহেলা বেগম একজন শিক্ষিকা। তিনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এমন শাড়ি, অন্যান্য বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করে স্কুলে যান। কথা-বার্তা ও চাল-চলনে তাকে ভদ্র বলে সবাই জানে।

৬. রাহেলা বেগমের মধ্যে নিচের কোন্ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়?

ক. আদল

খ. আহদ

গ. শালীনতা

ঘ. সত্যবাদিতা

৭. রাহেলা বেগম যদি আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করতেন তাহলে–

!. নানা ধরনের পাপকর্ম সংঘটিত হতো

!!. পারিবারিক শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতো

!!!. রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাগ্রস্ত হতো

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. ! ও !!

খ. ! ও !!!

গ. !! ও !!!

ঘ. সবগুলো

৮. আমানত কোন্ ভাষার শব্দ?

ক. ফারসি

খ. উর্দু

গ. আরবি

ঘ. হিন্দি

৯. কারও কাছে কিছু গচ্ছিত রাখাকে কী বলে?

ক. জমা রাখা

খ. সত্যবাদিতা

খ. আমানত

ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা

১০. ইসলামে মা হিসেবে নারীকে পুরুষের চেয়ে কয়গুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

ক. তিনগুণ

খ. দ্বিগুণ

গ. একগুণ

ঘ. চারগুণ

১১. “তারা (নারীরা) হচ্ছে তোমাদের পরিচ্ছদ আর তোমরা হচ্ছো তাদের (নারীদের) পরিচ্ছদ”-এটি কার বাণী?

ক. মহান আল্লাহর

খ. রাসুলুল্লাহ (স.)-এর

গ. আবু বকর (রা.)-এর

ঘ. উসমান (রা.)-এর

১২. প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকে কী বলা হয়?

ক. অবৈধ উপার্জন

খ. মিতব্যয়িতা

গ. অপব্যয়

ঘ. কৃপণতা

১৩. “তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না।”-এটি কার বাণী?

ক. মহান আল্লাহর

খ. রাসুল (স.)-এর

গ. সাহাবি-এর

ঘ. তাবেয়ি-এর

১৪. যে স্বভাবের জন্য মানুষ সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে তাকে কী বলে?

ক. আখলাকে সায়্যিয়া

খ. আখলাকে হামিদা

গ. আখলাকে যামিমা

ঘ. আখলাকে তায়্যিবা

১৫. আখলাকে যামিমা মানবসমাজে-

!. ঘৃণিত

!!. গ্রহণযোগ্য

!!!. অবহেলিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. !	খ. !!
গ. !!!	ঘ. !! ও !!!

১৬. কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলাকে কী বলে?

ক. নিন্দা	খ. মিথ্যাচার
গ. গিবত	ঘ. ফিতনা

১৭.'ওয়ালা তাযাছছাসু' অর্থ কী?

ক. তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না	খ. কারও সুনাম করবে না
গ. গালি দেবে না	ঘ. বন্ধুত্ব করবে না

১৮. ওয়াদা পালন করলে কে খুশি হন?

ক. আল্লাহ তায়ালা	খ. মহানবি (স.)
গ. যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে	ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক

১৯. অঙ্গিকার পূর্ণ করা কার নির্দেশ?

ক. মহান আল্লাহর	খ. মহানবি (স.)-এর
গ. আবু বকর (রা.)-এর	ঘ. উমর (রা.)-এর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

০১. রাজিব একজন বড় ব্যবসায়ি। কিন্তু তার চরিত্র ভালো না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সে প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে। এছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ক্রেতাদের সাথে অহরহ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে। মূলত আল্লাহ্ ভীতি ও আখলাকে হামিদা না থাকায় তার ব্যবসায় ন্যায়ভিত্তিক নয়। এমনকি সে কথাও রাখে না।

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী?	১
খ. আখলাকে হামিদা বলতে কী বোঝায়?	২
গ. আল্লাহভীতি কীভাবে রাজিবকে সৎ ব্যবসায়ি হতে সাহায্য করতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।	৩
ঘ. আখলাক হামিদার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।	৪

০২. হাবিব তার বন্ধুদের বাসায় দাওয়াত দিলো। ওয়াদা মোতাবেক সকল বন্ধুই আসল কিন্তু নাহিদকে দেখা গেল না। কিছু দিন পর হাবিবের সাথে নাহিদের দেখা হলে সে তাকে এড়িয়ে যায়। বিষয়টি নাহিদকে পীড়া দেয়। নাহিদ কথা বলতে চাইলে হাবিব বললো, ওয়াদা ভঙ্গকারির সাথে কীসের কথা। এতে নাহিদও রেগে যায়। তখন হাবিব বললো, তোমার মনে থাকার কথা হাদিসে আছে, "মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখলে সেটা খিয়ানত করে।"

ক. ওয়াদা ভঙ্গ করা কিসের লক্ষণ?	১
খ. ওয়াদা পালন বলতে কী বোঝায়? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।	২
গ. হাবিব কীভাবে তার বন্ধুকে ওয়াদা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছে।	৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।	৪

০৩. শফিক তার বন্ধু আসাদের কাছে জানতে চাইলো শালীনতা কী? আসাদ বললো, শালীনতা হচ্ছে ইসলামি সমাজের মূলভিত্তি। তাই ইসলাম মানুষকে মার্জিত, রুচিশীল, ভদ্র ও শালীন হওয়ার শিক্ষা দেয়। মূলত শালীনতা একটি সুস্থ সুন্দর ও পবিত্র সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক। একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে শালীনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. শালীনতা কী? ১

খ. শালীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শফিকের ব্যবহারিক জীবনে শালীনতার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন ৩

ঘ. আদর্শ সমাজ গঠনে শালীনতার যথার্থতা নিরূপণ করুন। ৪

০৪. তৌফিক ও তামিম দুই বন্ধু। তৌফিক একদিন তামিমের কাছে একটি স্বর্ণের আংটি আমানত রাখে। কয়েকদিন পর আংটিটি ফেরত চাইলে তামিম বললো, আংটিটি আমার বোনকে পরতে দিয়েছি। এ কথা শুনে মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, তামিমের হাতে আমানত রক্ষা হয়নি। হাদিসের উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, মহানবি (স.) বলেছেন, 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ইমান নেই।'

ক. খিয়ানত অর্থ কী? ১

খ. আমানতের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. তামিমের কাজটি সমীচীন হয়েছে কী? শরীয়াতের আলোকে মতামত দিন। ৩

ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা : ১ (ঘ), ২ (খ), ৩ (খ), ৪ (ঘ), ৫ (ক), ৬ (গ), ৭ (খ), ৮ (গ), ৯ (খ), ১০ (ক), ১১ (ক), ১২ (খ), ১৩ (ক) ১৪ (গ), ১৫ (ক), ১৬ (গ), ১৭ (ক), ১৮ (ঘ), ১৯ (ক)।